যায়যায়দিন

তারিখ ... 8 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

পূর্বপুরুষের জমিদারি ভিটায় হবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

এম মামুন হোসেন

কলকাতার শান্তি নিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও নওগাঁর পতিসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ করা হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের জমিদারি ভিটায় এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমির পুরোটাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে ইউজিসি

জানা গেছে, চলতি মাসে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গঠিত চার সদস্যের কমিটি ভারতে যাচ্ছেন। কমিটি কলকাতার শান্তি নিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। ওই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ পদ্ধতির আলোকেই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে।

কমিটির সদস্য সচিব ইউজিসির উপ-সচিব (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান জানান, ইউজিসি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। তিনি বলেন, কলকাতার শান্তি নিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্স ও কারিকুলাম সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য কমিটি ভারত যাচ্ছেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়, যেখানে বাংলাদেশে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং শান্তি নিকেতনে 'বাংলাদেশ ভবন' নির্মাণ করা হবে। এর আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে কাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় : রবীন্দ্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সালাহউদ্দিন আকবর, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহব্বত খান ও অধ্যাপক আবুল হুসেম।

২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখাকালে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণা দেন। দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্রপ্রেমীরা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কথা বলে আসছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর তারা আশার আলো দেখতে থাকেন।

সূত্র জানায়, ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরপরই শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হয়। এ লক্ষ্যে অতিদ্রুতই ভূমি বরাদ্দ, ভূমি অধিগ্রহণ, আর্থিক বরাদ্দ, ব্যয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশা সংবলিত একটি ফাইলও তৈরি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরোপুরি একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা আছে সরকারের। এতে থাকবে লোকজ সংস্কৃতি, নাট্যকলা, চারুকলা ও সঙ্গীত বিভাগ। পরবর্তীতে বিভাগের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ছাড়াও অনুষদ থাকছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের জমিদারি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর ও নওগাঁর পতিসরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমির পুরোটাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের। এই জমিতে একসময় কবির গো-খামার ও গো-চারণভূমি ছিল। আর বিশ্ববিদ্যালয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১৮৭৬ সালে কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো শিলাইদহে আসেন। জমিদার হয়ে শিলাইদহে আসেন ১৮৯২ সালে। সপরিবারে এসে থেকেছেন কখনো আবার একাকীও এসেছেন। ঘুরে ফিরেছেন পদ্মায় নৌকায়, পালকিতে ও রেলপথে। শিলাইদহ, কয়া, গড়াই, জানিপুরের নামও উল্লেখ রয়েছে তার অনেক লেখায়। রবীন্দ্রনাথ তার নিজের সন্তানদের জন্য শিলাইদহের এই কুঠিবাড়িতে গৃহবিদ্যালয়ও চালু করেছিলেন। অনেক গবেষকদের মতে, কয়েক বছর পর শান্তি নিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের মূল খসড়াটি তিনি এই গৃহবিদ্যালয় থেকেই করেছিলেন। তিনি তার এই গৃহবিদ্যালয়ে নিজে পড়াতেন বাংলা, শিবধন বিদ্যার্ণব পড়াতেন সংস্কৃত এবং উইলিয়াম লরেন্স নামে একজন ইংরেজ শিক্ষক পড়াতেন ইংরেজি। এ ছাড়া জমিদারির অন্যতম কর্মচারী জগদানন্দ রায়ের দায়িত্ব ছিল গণিত ও বিজ্ঞান শেখানোর।